রজনীকান্ত সেন

[দশম সংস্করণ

ফাল্গুন—১৩২৫

মূল্য ১৲ এক টাকা

উপহার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কাহারও বাণী গদ্যে, কাহারও পদ্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্ত-পদাবলী কেবল সঙ্গীত। এই কথা বলিবার জন্যই এই সংক্ষিপ্ত নীরস গদ্যের অবতারণা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

সূচিপত্র

উদ্বোধন

ভারতকাব্যনিকুঞ্জে,—
জাগ সুমঙ্গলময়ি মা !
মুঞ্জরি তরু, পিক গাহি',
করুক প্রচারিত মহিমা !
তুলে লহ নীরব বীণা, গীত-হীনা,
অতি দীনা ;—
হের ভারত, চির-দুখ-শয়ন-বিলীনা
নীতি-ধর্ম্ম-ময় দীপক মন্দ্রে,
জীবিত কর সঞ্জীবনমন্ত্রে,
জাগিবে রাতুল-চরণ-তলে,—
যত, লুপ্ত পুরাতন গরিমা।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বাণী

[আলাপে]

সূচনা

সেথা আমি কি গাহিব গান ?

যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান,

যেথা, স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।

যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
'করি' হরিগুণগান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।
যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে ;
মুগ্ধ কমলাকান্ত চরণে
জাহ্নবী জনম পান।
যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

গৌরী—একতালা

বাণী

পীযূষ-সিঞ্চিত-সমীর-চঞ্চল
কাঞ্চন-অঞ্চল দোলেরে !
সংশয়-নিরসন, ধীস্মৃতি-বিতরণ
চরণে, জন-মন ভোলেরে।
চম্পক-অঙ্গুলি-সকরুণ-পরশে
বীণা পঞ্চমে বোলেরে ;
জ্যোতিষ-দরশন-বেদ গণিত-কবিতা
শোভে কোমল কোলেরে।
শুভ্র-রজত-গিরি-কিরণ-বিকিরণে,
অন্ধ-নয়ন-যুগ খোলেরে ;
মাতিল ত্রিভুবন, বাক্য-বিধায়িনী-
বাণী-জয়-রব-রোলেরে।

মোহিনী মিশ্র—কাওয়ালী

শক্তি-সঞ্চার

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা ;
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা ;
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্যগরিমা-কীর্ত্তিকাহিনী মুগ্ধজগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব-গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে ?
জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

ভৈরবী—জলদ একতাল

জন্মভূমি

জয় জয় জনমভূমি, জননি!
যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী;
কীর্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী;
উজ্জ্বল-কানন-হীরক-মুক্তা—
-মণিময়-হার-বিভূষণ-যুক্তা;
শ্যামল-শস্য-পুষ্প-ফল-পূরিত,
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি!
সর্ব্ব-শৈল-জিত, হিমগিরি শৃঙ্গে,
মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে,
সাহস-বিক্রম-বীর্য্য-বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞান-খনি।
জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে?
কোটি কণ্ঠে কহ, "জয় মা! বরদে!"
দীর্ণ বক্ষ হ'তে, তপ্ত রক্ত তুলি'
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি!

মিশ্র পরোজ—কাওয়ালী

ভারতভূমি

শ্যামল-শস্য-ভরা !
(চির) শান্তি-বিরাজিত পুণ্যময়ী
ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য-সুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত ।
ধূর্জ্জটি-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত-সরসিজ-রঞ্জিত ।
রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত,
বীরপ্রতাপে চরাচর শঙ্কিত ।
সামগান-রত-আর্য্য তপোধন
শান্তি-সুখান্বিত কোটি তপোবন,
রোগ-শোক-দুখ-পাপ-বিমোচন ।
ওই সুদূরে সে নীর-নিধি—
যার, তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ-হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি!

ভৈরবী—কাওয়ালী

মা

স্নেহ-বিহ্বল করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে !
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগিরে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি',
বদন-পানে চেয়ে থাকিরে !
করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগিরে।

আপান মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি,
  শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ-রাশি,
বক্ষে ধরি' চির-পীযূষ-নির্ঝর,
  নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
নমো নমো নমঃ, জননি দেবি নম !
  অচলা মতি পদে মাগিরে।

মিশ্র ইমন—তেওরা

আশা

ধ'রে তোল, কোথা আছ কে আমার !

এ কি বিভীষিকাময় অন্ধকার !

কি এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন-রূপে

ভুলায়ে আনিয়া মোরে ফেলে গেল মহাকূপে !

শ্রমে অবসন্ন কায় কণ্টক বিঁধিছে তায়,

বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবার !

পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠে, শরীর কর্দ্দমলীন,

আর যে উঠিতে নারি, হইয়াছি বলহীন ;

এ বিপন্ন, পথভ্রান্ত, অন্ধ, দীন, নিরুপায়,

দেখিয়া, কাহারো দয়া হ'লনারে হায় হায় !

হীন-স্বার্থময় ধরা, শুধু নিঠুরতা-ভরা ;

শুধু প্রবঞ্চনা, অবিচার।

আজ শুধু মনে হয়, শুনিয়াছি লোকমুখে,

আছে মাত্র একজন, চিরবন্ধু দুখে সুখে ;

বিপন্নের ত্রাণকর্ত্তা, নিরাশ প্রাণের আশা,

পাপপথে পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের বাসা ;

কাঁদিলে সে কোলে করে, মুছে অশ্রু নিজ করে,

(আজি) সেই যদি করে গো উদ্ধার !

মিশ্র ইমন—কাওয়ালী

নির্ভর

তুমি, নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে ;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানিনা কখন্ ডুবে যাবে কোন্
অকূল-গরল-পাথারে !
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব, শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত-বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরসলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশিতারকায় তপনে,

আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে, আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

ভৈরবী জলদ—একতালা

সখা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ !
চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির-অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি)—দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি',
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ !
"ওপথে যেওনা, ফিরে এস," ব'লে
কাণে কাণে কত ক'য়েছ ;
(আমি) তবু চ'লে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি-মুখে তুমি ব'য়েছ ;
(আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ !

মিশ্র কানেড়া—একতালা

মুক্তিকামনা

ওই, বধির যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।
ওপারে সবই ভাল, কেবল সুখ-আলো,
এ পারে সবই ব্যথা, আঁধার, শোক!
মাঝে দুস্তর কঠিন অন্তর,
শ্রান্ত পথিকেরে বলিছে 'সর সর',
ওই, তোরণপাদদেশে, পিপাসাতুর এসে,
ফিরে কি যাবে, ল'য়ে চির-বিয়োগ?
ওই নিঠুর অর্গল, করুণ শুভ করে,
মুক্ত করি' দেহ, আতুর-দীন-তরে;
পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
তোমারি কাছে আছে শান্তি-সুখ-সুধা;
পাবে, অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
হউক তব সনে অমৃতযোগ!

মিশ্র ইমন—তেওরা

পরিদেবনা

তব, করুণা-অমিয় করি' পান,—
যত, পাপ, তাপ, দুঃখ, মোহ, বিষণ্ণতা,
নিরাশ, নিরুদ্যম, পায় অবসান।
এই, পাপ-চিত্ত, সদা তাপ-লিপ্ত রহি',
এনেছে দুরপনেয় মৃত্যুবিকার বহি',
দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি',
দেবতা গো, দয়া করি' কর পরিত্রাণ
তব, অমৃতপানে এই বিকৃত প্রাণে মম,
স্থানভেদে হয় কালকূট-সম,
হৃদয়ে বহ্নিজ্বালা, নয়নে অন্ধ-তমঃ
কোথা শান্তিনিদান, কর শান্তিবিধান!

নিপট কপট তুহুঁ শ্যাম—সুর

করুণাময়

(আমি) অকৃতী অধম ব'লেও তো, কিছু
কম ক'রে মোরে দাওনি ;
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,
কেড়েও তো কিছু নাওনি ;
(তব) আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে ;
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ,
প্রতিদান কিছু চাওনি।
(আমি) ছুটিয়া বেড়াই জানিনা কি আশে,
সুধা-পান ক'রে, মরি গো পিয়াসে ;
তবু, যাহা চাই সকলি পেয়েছি ;
তুমি তো কিছুই পাওনি।
(আমায়) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শত-বার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ,—ফিরে চেয়ে দেখি,
এক পাও ছেড়ে যাওনি।

বেহাগ—একতালা

ভ্রান্তি

লোকে বলিত তুমি আছ,
ভেবে দেখিনি আছ কিনা,
তখন আমি বুঝিনি, প্রভু,
নাস্তি গতি তোমা বিনা।
তোমারি গৃহে বসতি করি,
খেয়েছি তোমারি অন্ন,
তোমারি বায়ু দিতেছে আয়ু,
বেঁচে আছি তোমারি জন্য ;
ক্ষুধা হ'য়েছে তব ফলে,
পিপাসা গেছে তব জলে ;
সেকি ভুল, যে ভুলে ভুলে,
প্রভু, তোমারি নাম করিনা !
তোমারি মেঘে শস্য আনে,
ঢালি' পীযূষ-জল-ধারা,
অবিরত দিতেছে আলো,
তোমারি রবি-শশি-তারা,

বাণী

শীতল তব বৃক্ষচ্ছায়া,
সেবে নিয়ত, ক্লান্ত কায়া,
(তবু) তোমারি দেওয়া মন র'য়েছে
ভুলে তোমারি গুণ-গরিমা !

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল

প্রার্থনা

(ওরা)—চাহিতে জানে না, দয়াময়
চাহে ধন, জন, আয়ুঃ, আরোগ্য, বিজয়।
করুণার সিন্ধু-কূলে বসিয়া, মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে, মুখে নাহি লয়;
তীরে করি' ছুটাছুটি, ধূলি বাঁধে মুঠি মুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া, আরো ক্লিষ্ট হয়।
কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা' দিয়ে,
দু'দিনের মোহ, ভেঙ্গে চূরমার হয়;
তথাপি নিলাজ হিয়া, মহাব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙ্গিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময়।
আহা! ওরা জানে না ত, করুণানির্ঝরনাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর ঝর বয়;
চির-তৃপ্তি আছে যাহে, তা' যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যা'তে পিয়াসা না রয়।

বাঁরোয়াঁ—ঠুংরি

সুখ দুঃখ

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি,
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে !
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি ;
(অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে ।
মত্ত হ'য়ে সদা পুত্র-পরিবারে,
ধন-রত্ন-মণি-মাণিক্যে,
(আমি) ধুয়ে মুছে ফেলি তোমার নামগন্ধ,
ম'জে তার চাক্‌চিক্যে ।
নির্লাজ হৃদয় ভেঙ্গে সব লও,
দুখ দিয়ে দাও দীক্ষে ;
(আমার) বাধা গুলো নিয়ে, অভয় চরণ,
(আর) ভিক্ষার ঝুলি, দাও ভিক্ষে ।

ভায়রোঁ—একতালা

তোমারি

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু'নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া।
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতলসৌরভ।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত,
আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।

আলেয়া মিশ্র—তেওরা

আশ্রয়

কার কোলে ধরা লভে পরিণতি ?
　　　　(সেই) অপার কারণসিন্ধু।
কার জ্যোতিঃ-কণা ব্রহ্মাণ্ড উজলে ?
　　　　(সেই) চিরনির্ম্মল ইন্দু।
কার পানে ছোটে রবি-শশি-তারা ?
নাহি পথ-ভ্রান্তি, স্থির আঁখিতারা ?
ভ্রমে মেঘ বায়ু হ'য়ে আত্মহারা ?
　　　　(সে) সচ্চিদানন্দবিন্দু।
কার নাম স্মরি' দুখে পাই শান্তি ?
বিপদে পাই অভয়, মোহে যায় ভ্রান্তি ?
কার মুখকান্তি, হরে ভব-শ্রান্তি ?
　　　　(সেই) নিখিল-পরমবন্ধু।

গৌরী—একতাল

পরম দৈবত

(সে যে) পরম-প্রেম-সুন্দর

জ্ঞান-নয়ন-নন্দন :

পুণ্য মধুর-নিরমল,

জ্যোতিঃ জগত-বন্দন !

নিত্য-পুলক-চেতন, শান্তি-চির-নিকেতন,

ঢাল চরণে, রে মন, ভকতি-কুসুম-চন্দন।

সুরট মল্লার—সুরফাঁক

বিশ্ব-রচনা

যবে, সৃজনবাসনা-কণা, লয়ে' কৃপা-আঁখি-কোণে,
চাহিলে, হে রাজ-অধিরাজ!
অমনি, নিমেষে বিরাট বিশ্ব, চরণে করিয়া নতি,
মহাশূন্যে করিল বিরাজ!
মহালোক-সিন্ধু হ'তে এক বিন্দু ল'য়ে করে,
প্রক্ষেপ করিলে, বিভু, অন্ধকার চরাচরে;
অমনি চরণতলে, আলোকমণ্ডিত বিশ্ব,
সন্তরিল জ্যোতিঃস্রোতোমাঝ;
মহাশক্তি-তূণ হ'তে হেলায় একটি বাণ
নিক্ষেপিলে, জড়বিশ্ব অমনি পাইল প্রাণ;
হ'ল মহাবেগে ঘূর্ণ্যমান, আলোড়ি' মহাবিমান,
অগণিত জ্যোতিষ্কসমাজ।
আনন্দ-কণিকামাত্র পড়িল ব্রহ্মাণ্ডশিরে,
হাসিল এ চরাচর পুলকে শিহরি' ধীরে
বহিল আনন্দধারা, জড়-জীব মাতোয়ারা,
পরি' তব আরতির সাজ

চিরপ্রেম-নির্ঝরের একটি বুদ্বুদ ল'য়ে
ফেলে দিলে, প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত ব'য়ে,
অমনি, জননী করিল স্নেহ; সতীপ্রেমে পূর্ণ গেহ,
গ্রহ ছুটে এ উহার পাছ।
হেলায় ছিটায়ে দিলে, অক্ষয়-সৌন্দর্য্য-তূলি,
ভাবচ্ছটা উজলিল মোহন বদন তুলি',
অমনি, অনন্ত বরণ আসি', ছড়াইল শোভারাশি:
ধন্য তব নিত্যকারুকাজ!
তুমি কি মহান্, বিভু, আমি কি মলিন, ক্ষুদ্র,
আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু, তুমি যে সুধাসমুদ্র!
তবু, তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস,
তাই এত অযোগ্যের লাজ।

মিশ্র ইমন— কাওয়ালী

ঊষা-বিকাশ

তব, শান্তি-অরুণ-শান্ত-করুণ
-কনক-কিরণ-পরশে,
জাগে প্রভাত হৃদি-মন্দিরে,
চরণে নমিয়া হরষে ;
আরতি উঠে বাজিয়া ধীরে,
সৌরভ ছুটে মৃদু সমীরে,
প্রেম-কমল হাসে, ভাসে
শান্ত-মরম-সরসে ।
সংশয়, দ্বিধা, তর্ক, দ্বন্দ্ব,
দূরে যায়, বিমলানন্দ
পানে, জ্ঞান-নয়ন, সফল,
প্রীতি-অশ্রু বরষে ।

বারোয়াঁ—একতাল

আর চাহিব না

(আমি) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত ;
(তুমি) আমারে যা' দাও, সবই তোমারি মত।
আকুল হইয়ে মিছে, চেয়ে মরি কত কি যে,
(কাঁদে) পদতলে নিষ্ফল বাসনা শত।
কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জান, দয়াময়,
(তবু) নির্ভর জানে না, এ অবিনত।
আমি কেন চেয়ে মরি, তুমি জান কিসে, হরি,
সফল হইবে মম জীবন-ব্রত।
চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার,
হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত।

হাম্বীর—কাওয়ালী

হৃদয়-কুসুম

তার, মঙ্গল আরতির বেজে উঠে শাঁক !
সেই, প্রেম-অরুণের হেম-কিরণে ফুটে থাক্
দেখে শোভা, পিয়ে সুধা,
মিটে যাক্ নিখিলের ক্ষুধা,
আপনা বিলিয়ে দে রে,
সব তৃষাতুর (সে সুধা)
লুটে খাক্ !

স্নিগ্ধ মলয় ব'য়ে মন্দ,
ছড়িয়ে দিক্ তোর বিমল গন্ধ;
অরুণপানে চেয়ে চেয়ে,
দলগুলি তোর, (ও হৃদি-ফুল,) (ধীরে ধীরে
টুটে যাক্ !

বাউলের সুর—গড় খেমটা ।

প্রেমারঞ্জন

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি ;—
কে যেন সেদিন আঁখি-তারকায়,
মোহন-তূলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর, তব সুন্দর সব,
যে দিকে ফিরাই আঁখি !
স্ফুটতর ঐ নভো-নীলিমায়,
উজ্জ্বলতর শশধর ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চমে গায়
কুঞ্জভবনে পাখী ।
দেহ হৃদয়ে পাই নব বল,
দূরে যায় ক্ষুদ্রতা ছল
কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল,
প্রাণ দিয়ে যায় মাখি' ।
যেন তোমার পুণ্যপরশ,
ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ,
বিবশ হইয়া থাকি !

ভৈরবী—একতালা

বহিরন্তর

যেমন, তীব্র জ্যোতির আধার রবিরে,
প্রভাতে তুলিয়া ধর ;
আর, কিরণ-ছটায় ভাসাইয়া দিয়া,
এ ধরণী আলো কর ;—
নিশার আঁধারে হইয়া আবৃত,
লুকায় ধরায় বঞ্চনা, অনৃত,
প্রভাতে তাদের নগ্নতা প্রকাশি',
লাজে কর জড়সড়' ;
তেমনি, নিবিড় মোহের আঁধারে, আমার
হৃদয় ডুবিয়া আছে ;
কত পাপ, কত দুরভিসন্ধি,
আঁধারে লুকায়ে বাঁচে ;
দিব্য আলোক ! প্রাণে এস, নাথ !
হউক আমার মঙ্গল-প্রভাত,—
তাদের লুকাবার স্থান, ভাঙ্গ, ভগবান্,
তারা লাজে হোক্ মরমর।

কীর্ত্তনের ভাঙ্গা সুর—গড় খেমটা

সফল-মুহূর্ত্ত

কোন্ শুভগ্রহালোকে, কি মঙ্গল-যোগে,
চকিতে যেন গো, পাই দরশন !
সেই, ক্ষুদ্র একপল, কৃতার্থ সফল,
রোমাঞ্চিত তনু, ঝরে দুনয়ন।

আয়ুঃ যদি হ'ত সেই এক বিন্দু,
কে চাহিত দীর্ঘ-বিষাদের সিন্ধু ?
তোমায় দেখিতে দেখিতে, ফুরা'ত চকিতে,
ভবের বিপদ, সম্পদ, হরষ, রোদন।

আঁখি মুদি', আমার নিখিল উজল,
আঁখি মেলি', আমার আঁধার সকল,
কোন্ পুণ্যে পাই, কি পাপে হারাই,
তুমি জান গো, সাধক-শরণ !

তব যাত্রা-সনে, যদি হয় লোপ
ধরণীর মায়া, নাহি রয় ক্ষোভ,
সবই ফিরে আসে, ভাগ্যাহ্নদিপাশে,
কেবল, হারাইয়া যায় সাধনার ধন ;

বাণী

দেবতা, আমারে কেন দুঃখ দাও,
'দাঁড়াও' বলিতে, দূরে চলে' যাও,
ডেকে ডেকে মরি, ফিরে নাহি চাও,
দয়াময়! কেন নিদয় এমন?

বিভাস—একতালা

এস

বিবেকবিমলজ্যোতিঃ
জ্বেলেছিলে তুমি হৃদয়-কুটীরে
তোমারি আলোকে তোমারে দেখেছি ;
তোমারি চরণ ধ'রেছি শিরে।
যৌবনে, হরি, ছাইল ভীষণ
অবিশ্বাস ঘনমেঘে ;
বহিল প্রবল পাপ-পবন ;
ডুবাইল ঘোর অন্ধ-তিমিরে।
আরো একবার এস, প্রভু এস,
দীপ্ত মিহির-রূপে ;
পাপ-যামিনী পোহাইবে, উষা
উদিবে পুণ্য-কিরণে, ধীরে।

টৌরী ভৈরবী—একতালা

মায়া

মাগো আমার সকলি ভ্রান্তি।
মিথ্যা জগতে, মিথ্যা মমতা;
মরু-ভূমি শুধু, করিতেছে ধু ধূ!
হেথা কেবলি পিয়াসা কেবলি শ্রান্তি।
যবে, অরুণ-কিরণে নব-দিবা জাগে,
ফোটে নব ফুল, নব অনুরাগে,
ভুলি মা তখন কি কাল ভীষণ
আঁধারে ডুবিবে কনক-কান্তি।
পুত্র-পরিজনে হ'য়ে পরিবৃত,
ভাবি, এ আনন্দ অনন্ত, অমৃত;
মনে নাহি হয়, মরণ-সময়
"হৃদয়বান্ধবা বিমুখা যান্তি।"
দিনে দিনে দীনের ফুরাইল দিন,
দীনতারা, ঘুচাও দীনের দুর্দ্দিন,
'আশা' রূপে মাগো, নিরাশ প্রাণে জাগো,
দিয়ে ও চরণ, অক্ষয়শান্তি।

বসন্ত বাহার—একতালা

মোহ

(মাগো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়
অন্ধকারচিরমরণসিন্ধু-নীরে,—
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায় ;
(কত) জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, স্নেহ, করুণা, দেহ,
স্বাস্থ্য, সাধু-জন-সঙ্গ, বন্ধু, গেহ,
নিষ্কলঙ্ক মন, মধুময় পরিজন,
পুণ্য-চরণ-ধূলি দিয়েছ আমায়।
(মম) সুপ্তহৃদয় করি' নয়ন-নিমীলন,
না করিল তব করুণা-অনুশীলন ;
মোহ ঘিরিল মোরে, রহি' চির-ঘুম-ঘোরে,
ব্যর্থজীবন গেল ফুরাইয়ে, হায় !
(এস) দীনদয়াময়ি ! রক্ষ রক্ষ, লহ
কোলে ; ভীত, হেরি' নরক ভয়াবহ ;
দুষ্কৃত এ পতিতে, হবে গো স্থান দিতে,
অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায়।

নিপট কপট তুঁহ শ্যাম—সুর

খেলা-ভঙ্গ

কোলের ছেলে, ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা, ধূলো-কাদা মেখেছি ব'লে।
সারা দিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত, গিয়েছে চ'লে।
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণ দ'লে।
কেউ তো আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার
এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

আশ্রয় ভিক্ষা

নাথ, ধর হাত, চল সাথ, চিরসাথি হে !
ভ্রান্তচিত শ্রান্তপদ, ঘিরিল দুখরাতি হে !

শ্রমজ-জল-বিন্দু ঝরে ব্যথিত এ ললাটে হে ;
ছিন্ন-রুধিরাক্ত পদ, কণ্টকিত বাটে হে !

ক্ষীণ হ'ল দৃষ্টি, অতিতীব্র তনুবেদনা ;
ক্ষণে তোমারে পড়িছে মনে, ক্ষণে রহিত চেতনা

ভগ্নহৃদে, কম্পবুকে পড়িয়া পথপাশে গো ;
দূর হ'তে তীব্র পরিহাসে কে ও হাসে গো !

ক্ষেমময় ! প্রেমময় ! তার নিরুপায়ে হে ;
মরণদুঃখহরণ ! চিরশরণ দেহ পায়ে হে !

কীর্ত্তনের সুর—ঝাঁপতাল

জয় দেব

জয় নিখিল-সৃজনলয়কারী, নিরাময় !
জয় এক, জয় অনেক, অসীম-মহিমময়
জয় সূক্ষ্ম, স্থূল, জয় অন্ত মূল,
জয় ন্যায়নিয়মি, কৃত-কলুষ-কৃপাময় !
জয় হে ভয়ঙ্কর ! জয় পরমসুন্দর !
জয় ভক্ত-হৃদয়-পরিপ্লাবি-সুষমাময় !
জয় হৃদয়রঞ্জন ! জয় বিপদভঞ্জন !
জয় পাপহরণ ! চিরশরণ ! করুণাময় !

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল

কল্লোলগীতি

কুলু কুলু কুলু নদী ব'য়ে যায় রে ভাই!
তীরে ব'সে ভাব্‌ছ বুঝি, কি বলে ছাই?
তা' নয়, তোরা ভাল ক'রে শুন্‌বি যদি কাছে আয়,
ভারি একটা মজার গান নেচে নেচে গেয়ে যায়!
সবারি কি আছে কাণ? কেমন ক'রে শুন্‌বে গান?
যেমন নাচে, তেমনি গায় সে—
কোথায় লাগে নাটক, যাত্রা, খেম্‌টা বাই?
নদী বলে, "আমি মস্ত গিরি-রাজার মেয়ে গো।
বাবা তো নামান না মাথা, কারো কাছে যেয়ে গো।
নিশি দিন ঊর্দ্ধে চান, মেঘে তাঁর করায় স্নান,
যোগি-ঋষিদের দেন স্থান—
নিজে মহাযোগী, বাহ্যজ্ঞান তো নাই।
'তরঙ্গিণী' নামটি বাবা আদর ক'রে দিয়েছে,
একাগ্রতা, একনিষ্ঠা, যতনে শিখিয়েছে,
বাবার কাছে সাগরের, রূপগুণ শুনেছি ঢের,
তাইতে স্বয়ম্বরা হ'তে—
সে প্রশান্ত সাগর পানে ছুটে যাই।

কূলে তোরা সংসার পেতে, মায়ায় ভুলে রয়েছিস্,
ক্ষেত ফল, আর ফুলের বাগান, দালান কোঠা ক'রেছিস্,
আমি গিয়ে লাগাই গোল, পেতে দি' এই নিঠুর কোল,
একটি মাত্র কূল রাখি, আর—
কাঁদিয়ে তোদের, আর এক কূলের মাথা খাই।
আমার সঙ্গে পারবি তোরা ? আমায় ধ'রে রাখবি কেউ,
কি টানে টেনেছে আমায়, উঠছে বুকে প্রেমের ঢেউ,
(আমার) প্রাণের গানে সুধা ঢেলে
প্রাণের ময়লা নীচে ফেলে.
বাধা ভেঙ্গে চুরে ঠেলে,—
কেমন্ ক'রে যাচ্ছি চ'লে দেখ না তাই !"

বাউলের সুর—কাহারোয়া

সিন্ধু-সঙ্গীত

নীল সিন্ধু ওই গর্জ্জে গভীর ;
ভৈরব-রাগ-মুখর করি' তীর
অচল-উচ্চ-চল-ঊর্ম্মি-মালশত
শুভ্র ফেন-যুত, রঙ্গ অধীর ;
ভীতি-বিবর্দ্ধন, তাণ্ডব নর্ত্তন,
ভীম রোলে করি শ্রবণ বধির।
সিন্ধু কহে, "তব ভূমিখণ্ড কত
ক্ষুদ্র, হের মম বিপুল শরীর ;
তীব্র হরষে মম অঙ্গ পরশে,
কি তরঙ্গ তুলিয়া, চির-সঙ্গি-সমীর।
রত্ন-রাজি কত, যত্ন-সুরক্ষিত,
সঞ্চিত কোষ লুব্ধ ধরণীর ;
সার্থকতা লভে মগ্ন তরঙ্গিণী,
আসি' পদে মিলি', পতি জলধির ;

(আনি) ইন্দ্রচাপ-নিভ-স্নিগ্ধ মনোহর
বর্ণে সুরঞ্জিত, কিরণে রবির
পারিজাত তরু, অমৃত, সুধাকর,
মন্থনে তুলিল সুরাসুর বীর ।
(কত) অর্ণবপোত পণ্য ভরি' ধাইছে
কর্ণে সুপরিচিত নাবিক ধীর ;
ভগ্ন শেষ কত, করিছে প্রমাণিত,
ধ্রুব-পরিহাস নিঠুর নিয়তির ।
(যবে) অমৃত-ধারে ভরি' পিতৃবক্ষ, চন্দ্র
উদয় মনোরম পূর্ণ শশীর ;
মত্ত হরষে, যেন বীচি-হস্তে ধরি',
আনি' আলো করি হৃদয়-কুটীর
'চন্দ্র-বিরহে পুনঃ উদ্বেলিত চিত,
আবৃত করে ঘন-দুঃখ-তিমির ;
করি, সজ্জিত, সুন্দর, প্রচুর-পুষ্প-ফল
শস্য-রাশি দিয়ে দেহ মহীর !
লক্ষ-পুরাতন-সন্ধি সমর-ইতি-
হাস বিমিশ্রিত এ বিপুল নীর ;

দীনে দান কত করিনু অকাতরে,
সম্পদ লয়ে গর্ব্বিত নৃপতির।
(তব) শক্তিপুঞ্জ মম মূর্ত্তি হেরি',
হয় স্তম্ভিত, ভীত, পদানত শির,
সর্ব্ব গর্ব্ব মম যাঁর কৃপাবলে,
নমি সে সুমঙ্গল-পাদে প্রভুজীর।"

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

বঙ্গমাতা

নমো নমো নমো জননি বঙ্গ !
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চুম্বে চরণ-তল নিরবধি,
মধ্যে পূত-জাহ্নবী-জল
-ধৌত শ্যাম-ক্ষেত্র-সঙ্ঘ ;
বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি
তটিনী, মত্ত, খর-তরঙ্গ ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-ভর নত শাখি-বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ ;

সুরট মল্লার—একতালা

আয়ুভিক্ষা

আজি, শিথিল সব ইন্দ্রিয়, চরণ কর নিষ্ক্রিয়,
তিমিরময় প্রাণপ্রিয় গেহ ;
কে, শান্তি-সুখ দূর করি', বজ্রকরে কেশ ধরি',
বেগভরে শূন্যে তোলে দেহ!
হে, পুঞ্জ-অলি-গুঞ্জরণ-মঞ্জুল-নিকুঞ্জ-বন!
সজ্জিত-বিলাস-গৃহ রম্য!
দাস গণ-জুষ্ট, পরিপূরিত সুগীত রবে,
দীনজন-চির-অনধিগম্য।
হে হেমমুকুট! মণি-রঞ্জিত সুমঞ্চ শত—
দীপ্ত মতি-হীরক-প্রবালে ;
চন্দন-প্রলিপ্ত-মৃগনাভি! হে কস্তুরী!
সুরভিত সুগন্ধি-ফুল-মালে।
কমল-কুল-মণ্ডিত, মধুপ-কল-গুঞ্জিত,
নির্ম্মল, প্রশান্ত, শতবাপি!
বন, ভবন-চারি-শুকসারী-পিক-পাপিয়া!
পুচ্ছধর সুন্দর কলাপি!

বাণী

হে রাজছত্র! হে রাজপদ-গৌরব!
হে হর্ম্ম্য! রত্ন-গজ-রাজি!
(আজি) বিপলমিত-আয়ু কর দান, চিরসেবিত
বন্ধু মম, হে বিভবরাজি!

স্বরপ্রকল্প গুন' —সুর

শেষ দিন

যেদিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট ;—
বায়ু-পিত্ত-কফের নাড়ী হ'য়ে ক্ষীণ,
হবে নিজ নিজ স্থান-ভ্রষ্ট।
ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া থাক্‌বে না হাত-পায়ে,
রসনা হবে আড়ষ্ট ;
যকৃৎ, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী,
মূত্রাশয় হবে দুষ্ট ;
বাইরের প্রতিবিম্ব, প'ড়্‌বে না নয়নে,
হবি কাল-তন্দ্রাবিষ্ট ;
কাণের কাছে কামান দা'গ্‌লে শুন্‌বি নারে,
প'ড়ে রইবি যেন সরল কাষ্ঠ !
গায়ে ঠেসে ধ'র্‌লে জ্বলন্ত অঙ্গার,
'উহুঁ' বলবি না নিশ্চেষ্ট ;
কেবল, বুকের কাছে একটু থা:ক্‌বেরে ধুক্‌ধুকি
আর, ঈষৎ নড়্‌বে শুষ্ক ওষ্ঠ।

মাথা চিরে দিবে সম্ভ কালকূট,
কিন্তু হায়রে, বিধাতা রুষ্ট,
শেষ ঔষধের ক্রিয়া বিফল হ'লে, বৈদ্য
জবাব দিয়ে যাবে স্পষ্ট।
দাসদাসী পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ-
-আদি পরিজনজুষ্ট,—
মলমূত্রে, কফে, জ'ড়ে প'ড়ে, রবে,
এই, সোণার শরীর পরিপুষ্ট।
"ধনে প্রাণে বিনাশ ক'রে গেলে," ব'লে,
কাঁদ্‌বেন পুত্র পিতৃনিষ্ঠ;
আর আমরণ বৈধব্যের ক্লেশ ভেবে পত্নী
কাঁদ্‌বেন পার্শ্ব-উপবিষ্ট।
পণ্ডিতেরা ব'ল্‌বেন, "প্রায়শ্চিত্ত করাও,
একটু রক্ত হয়েছিল দৃষ্ট;
একটা গাভী এনে, ত্বরা করাও বৈতরণী,
বাঁচামরা সব অদৃষ্ট!"
ঘরে, তেল, চূর্ণ, চটি, পাচন, প্রলেপ, বটী
কবল, ঘৃত, আর অরিষ্ট;

তুলসী, বেলের পাতা, মধু, পিঁপুল, আদা,
 সবি বিফল, সবি নষ্ট।
কান্ত বলে, ভ্রান্ত মনরে, বলি শোন্,
 এখন, লাগ্‌ছে না এ কথা মিষ্ট ;
কিন্তু, সকল সত্যের চেয়ে, এইটে সত্যি কথা,
 দিনতো গেল, ভাব্‌রে ইষ্ট।

বসন্ত মিশ্র—একতালা

পরিণাম

যা' হয়েছে, হচ্চে যা', আর যা' হবে, সব জানি রে,
আমার, প্রাণের মাঝে, তোর কথা নিয়ে,
হচ্ছে কাণাকাণি রে।
যেমন ক'রেই হোক্,
আ'নব টাকা, লুট্‌বো মজা, এই ছিল তোর রোখ্ ;
তা', সিঁদ দিয়ে, কি পকেট কেটে, ক'রে রাহাজানি রে
বাড়্‌বে কিসে আয়,
খস্‌ড়া-পাকা জমাখরচ হিসেব সেরেস্তায় ;
রোজ, সন্ধ্যে বেলা আধ্‌লা নিয়ে করিস্ টানাটানি রে।
তোর কি কুসুরে জেল ?
মাথার ঘাম, দু'পায়ে ফেলে, কেন ভাঙ্গিস্ তেল ?
তুই সারাজীবন টেনে মলি পরের তেলের ঘানি রে।
ঐ দেখ্ আস্‌ছে সে দিন,
যে দিন কফের নাড়ী উঠ্‌বে জেগে, বায়ু-পিত্ত ক্ষীণ ;
সে দিন কস্তুরীভৈরবে হালে পাবে না আর পানি রে।

ব'স্‌বে ঘিরে মাগ্‌ ছেলে ;
ব'ল্‌বে, "ব'লে যাও গো, কোন্‌ সিন্ধুকে
কি রেখে গেলে" ,
শুন্‌বি 'টাকা', কাণে কেউ দেবে না
তারক-ব্রহ্মবাণী রে !
বোধ হয়, বুঝ্‌তে পাচ্ছ বেশ,—
যে, তোমার জন্যে তোয়ের হচ্ছে
কেমন মজার দেশ !
সেথা, চাইবি না তুই যেতে, তবু
নিয়ে যাবে টানি' রে

বাউলের সুর—খেমটা

যোগ

যোগ কর প্রাণ মনে ;—
আর আজ কি ভবের ভাগ-পূরণে ?
হ'য়োনা কাতর বিয়োগে হাস্‌বে লোকে,
দেখে শুনে।
আগে নে' মনকষা কসি',
করিস্‌নে মন-কসাকসি,
সরল করবে জটিল রাশি ; থাকিস্‌নে বসি',
ভবের, মিথ্যা-মিশ্র-সঙ্কলনে।
লঘিষ্ঠ-গরিষ্ঠ-ভেদে,
কেন মিছে মরিস্ কেঁদে,
ম'জে আছ ভগ্নাংশেতে, কোন্ রসেতে ?
চল শুভঙ্করীর নিয়ম মেনে।
কাজ কি রে তোর সের ছটাকে ;
বেঁধে নে' দেহের ছ'টাকে ;
শিখে নে রে পরিমিতির নিয়মটাকে ;
রাখ, চতুর্ভুজের গুণটি জেনে।

বাণী

কর হৃদ-ক্ষেত্র কালী
সার ভবক্ষেত্রে, কালী ;
তোর জ্ঞান-নেত্রে কালী কে দিলে'রে ঢালি'
তাইতে, ঠিকের ঘরটা ঠিক দেখিনে।
কান্ত বলে 'ব্যাপার বিষম,
ভুলে আদি যোগের নিয়ম,
পৌনঃপুনিক হচ্ছে জনম, ও মন অধম !
এবার, পরীক্ষাতে পাশ পাবিনে !

কালেংড়া—আড়খেমটা

একে পর্য্যবসান

সে, এক বটে, তার শক্তি বহু, একাধারে ;
তার, বিচিত্রতা কি বিপুল, ভেবে দেখ্‌না রে ;
জগতে কত কোটি লোক দেখ্ ;—
আন্ বেছে তুই দু'টো মানুষ,
সব রকমে এক ;
লক্ষ প্রভেদ দেহ-মনে,
কার জানা আছে, কে রেখেছে গণে,
কোন দরশনে ?
গোটা দুই ভেদ বুঝে তুই গর্ব্বে অধীর,
বৈজ্ঞানিক-বীর, একেবারে,
হাতে নে' দু'টো গোলাপ ফুল,
পাপড়ি, রঙ্গে, ওজন, ঢঙ্গে,
নয়কো সমতুল !
তুলে আন্ দু'টো বেল-পাতা,—
এক প্রণালীতে ঠিক দু'টো গাঁথা,
গোড়া থেকে মাথা ;

তবু ঐ, ক্ষেত্রে, শিরায় ভেদ কত তায়,
মিলবে না তার চারিধারে।
চেয়ে দেখ্, তড়িৎ, আলো, তাপ,
গ্রহের গতি, আকর্ষণ আর
জড়ের আবির্ভাব ;
ঐ, শক্তি নদীর ঢেউগুলি,
ক'চ্ছে যেন গো সদা কোলাকুলি,
উঠছে মাথা তুলি' ;—
ওরা ঐ, এক হ'তে আসে, ভিন্ন বিকাশে
মেশে গিয়ে এক পারাবারে !

মিশ্র খাম্বাজ—খেমটা

নিরুত্তর

ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ;
দেখ্‌বো সে উপাধি নিলে,
ক'টা 'কেন'র জবাব শিখে।
ধরা কেন কেন্দ্র পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা-ছেঁড়া ফলটি কেন সে,
দেয় না যেতে অন্য দিকে ?
কোকিল কেন কুহু বলে, জোনাকীটে কেন জ্বলে,
রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির মিলে,
কেন ফুটায় কুসুমটিকে ?
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে ;
চকোরে চায় চন্দ্রমাকে,
কমল কেন চায় রবিকে ?
বায়ু কেন শব্দ বহে, অনল-শিখা কেন দহে,
চুম্বক কেন লৌহ টানে,
টানে না মণিমাণিকে ?

ইক্ষু কেন সুরস এত, নিমটে কেন এমন তেতো,
ময়ূর কেন মেঘের ডাকে,
মেলে, মোহন পুচ্ছটিকে ?
কান্ত বলে, আছে জেনো, 'কেন'র 'কেন', তস্য 'কেন'
যাও, নিখিল 'কেন'র মূল কারণে,
সে, রেখেছে কালের খাতায় লিখে।

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা—সুর

শুদ্ধ প্রেম

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে ;
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হ'লে ;
অবিরাম হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীর মত,
কল্‌কলে অবিরত 'জয় জগদীশ' ব'লে ;
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ পাড়ি ভাঙ্গ্ সমূলে,
চেওনা কোনও কূলে,
শুধু নেচে গেয়ে যাওরে চ'লে।
সে জলে নাইবে যা'রা, থাক্‌বে না মৃত্যু-জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধু'লে ;
যা'রা সাঁতার ভুলে নাম্‌তে পারে,
(তাদের) টেনে নে যাও, একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও,
সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে।

বাউলের সুর—পড় খেমটা

মিলন

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান !

ঐ দেখ ঝ'র্‌ছে মায়ের দু-নয়ান ;

আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা-নমাজ,

মিশিয়ে দে আজ, বেদ-কোরাণ !

(জাতিধর্ম্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসাবিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে)

থাকি একই মায়ের কোলে, করি

একই মায়ের স্তন্যপান ।

(এক মায়ের কোলে জুড়ে আছি রে) (এক মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচি রে)

আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,

দুই গোলারি একই ধান ।

(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে) (একই ভাতে একই রক্ত ব'য়ে যায়)

এক ভাই না খেতে পেলে,

কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ ?

(এমন পাষাণ কেবা আছে রে) (এমন কঠিন কেবা

আছে রে)

বিলেত ভারত দু'টো বটে, দুয়েরি এক ভগবান্।

(দুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না) (তার কাছে তো সবাই

সমান রে)

সংকীর্ত্তন—গড়খেমটা

তাঁতী-ভাই

রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস্ ;
ঘরে তাঁত যে ক'টা আছে রে,—
তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্।
এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে ব'সে, ক'সে মাকু চালা ;
কালের কাপড় বিশ হবে রে,—
না হয় তোদের হবে উনিশ !
তোদের সেই পুরাণো তাঁতে,
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে ,
আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাব রে,—
টাকা ঘরে ব'সে গুণিস্ !

"রে গঙ্গামাই—প্রাতে দরশন দে"—সুর
কাহারোয়া

বাণী

[বিলাপে]

পদাঙ্ক

প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো ;
চরণ-চির-রেখা আঁকিয়ে যে গো।
লুটায়ে আশা-ধূলে, মোহন অঞ্চল,
নূপুর-মুখরিত-চরণ চঞ্চল,
দু'ধারে ফুটাইয়ে বাসনা-ফুল-রাশি,
আধেক প্রেম-গাথা শুনাইয়ে গো।
একটু সুধা-হাসি, আধেক প্রেমগান
কামনা-ফুল দু'টি, শুষ্ক হীন-প্রাণ,
এখনও প'ড়ে আছে, চরণ-রেখা পাশে,
মুগ্ধ হ'য়ে আছি, তাই নিয়ে গো।

মিশ্র মল্লার—কাওয়ালী

সেই মুখখানি

মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়!
জমায়ে চাঁদের সুধা, বিধি গ'ড়েছিল তায়;
মৃদু-সরলতা মাখা, তুলিতে নয়ন আঁকা,
চাহিলে করুণে, ধরা চরণে বিকাতে চায়।
অধরে সারাটি বেলা, হাসি করে ছেলে-খেলা,
নীরবে নিশীথে ধীরে, অধরে পড়ি' ঘুমায়;
যদি দুটি কথা কহে, প্রাণে সুধা-নদী বহে,
নিমিষে নিখিল ধরা, মোহন-সঙ্গীত-ময়।

মিশ্র বেহাগ— ঝাঁপতাল

"মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়,"—একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত; এই গানটি পাদপূরণ মাত্র।

স্বপ্ন-পুলক

স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া ;
স্বপনে আহারি মু'খানি নিরখি,
স্বপন-কুহেলি মাখিয়া।
(কারে) বর-মালা দিনু স্বপনে,
(হ'ল) হৃদি-বিনিময় গোপনে,
স্বপনে দুজনে প্রেম-আলাপনে
যাপি সারা-নিশি জাগিয়া।
(করি) স্বপ্নে মিলন-সুখ-গান,
(করি) স্বপ্নে প্রণয়-অভিমান,
(হয়) স্বপ্নে প্রেম-কলহ, যায় গো
স্বপনেরি সনে ভাঙ্গিয়া ;
যা কিছু আমার দিতে পারি সবি
সুখ-স্বপনেরি লাগিয়া।

মিশ্র কানেড়া—একতালা

পূর্ব্ব-রাগ

সখিরে ! মরম পরশে তারি গান,
অধীর আকুল করে প্রাণ ;
জ্যোছনা উছলি' ওঠে, মলয়া মূরছি' পড়ে,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে ওঠে থরে থরে,
বিশ্ব-বিমোহন তান ।
আঁখি-জলে হাসি মাখা, কি করুণ বেদনা !
হেসে কেঁদে, নেচে নেচে, বলে, 'আর কেঁদ না'
হৃদয় দিয়েছি প্রতিদান ।

মিশ্র ভূপালি—কাওয়ালী

ছিন্ন মুকুল

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে।
মরমে ম'রে গেল, মুকুলে ঝ'রে গেল ;
প্রাণ-ভরা-আশা-সমাধি-পাশে।
নীরসতা-ভরা, এ নিরদয় ধরা,
শুকা'য়ে দিল কলি, উষ্ণ শ্বাসে ;
দু'দিন এসেছিল, দু'দিন হেসেছিল,
দু'দিন ভেসেছিল, সুখ-বিলাসে।
না হ'তে পাতা দু'টি, নীরবে গেল টুটি,
বাসনা-ময় প্রাণ শুধু পিয়াসে ;
সুখ-স্বপন সম, তপ্ত বুকে মম,
বেদনা-বিজড়িত স্মৃতিটি ভাসে।

লাউনি—কাওয়ালী

অসময়ে

নয়নের বারি নয়নে রেখেছি,
হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা।
শুকায়ে গিয়েছে প্রাণের হরষ,
শুকায়ে গিয়েছে মালা।
দেখা দিবে ব'লে কেন দিলে আশা,
আশা-পথ পানে চেয়ে রই ;
(আমার) ভেঙ্গে গেছে বুক, ভেঙ্গেছে পরাণ,
সময় থাকিতে আসিল কই !
এলে যদি, সখা, ব'স ভাঙ্গা বুকে,
ভাঙ্গা-হৃদয়ের যাতনা লও ;
মুখ পানে চেয়ে, দুখ ভুলাইয়ে,
ভাল ক'রে আজ কথাটি কও

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

ব্যর্থ প্রতীক্ষা

রূপসি নগর-বাসিনি ! *

শূন্য-কক্ষে কেন একাকিনী, বিষাদিনী !

দীন-নয়নে বিফল-শয়নে, কার পথ চাহি', মানিনি ?

দীপ মলিন, শুষ্ক মালিকা,

মূক মুখর শুক-সারিকা,

যতন-হীনা, নীরব বীণা, কর-পরশ-পিপাসিনী ।

শিশির-সিক্ত আম্র-কাননে,

বাজিছে প্রভাতী বিহগ-কূজনে,

ধীরে ধীরে জাগে উষা, কনক-জলদ-কিরীটিনী ;

তন্দ্রাহীন যুগল নয়নে,

মন্দাকিনী ঝরিছে সঘনে,

জীবন-মরণ, কার চরণ আশে, বিফল যামিনী ?

* বাবু প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর "রূপসী পল্লী-বাসিনী" পাঠে লিখিত। সুর—ঐ

মানিনী

পরশ লালসে, অবশ আলসে,
ঢলিয়া পড়িত আমারি অঙ্গে।
মিছে ভালবাসা, শুধু যাওয়া আসা ;
রূপমোহ গেছে রূপেরি সঙ্গে।
সে মধু-আদর, এই অযতন,
সে সুখ-স্বরগ, আজি এ পতন,
মনে হয়, সখি, সকলি স্বপন,
কে বাঁচে এমন ভরসা-ভঙ্গে ?
চন্দন, সখি, হ'ল বিষতরু,
নন্দন-বন হ'ল ঘোর মরু,
উদাস-নয়নে, বিরহশয়নে,
ভাসিতেছি আঁখি-নীর-তরঙ্গে।

বেহাগ—একতালা

সফল মরণ

এস এস কাছে, দূরে কি গো সাজে
বিছায়ে রেখেছি হৃদয়-আসন !
চরণের ধূলি, দেহ মাথে তুলি',
আজি অভাগীর কি সুখ-মরণ !
এস প্রাণ-সাথী, আজি শেষ রাতি,
ভাল ক'রে আজি করি দরশন ;
জীবন-নাথ ! পূরিল সাধ,
ভুলেছি যত অনাদর, অযতন ;
পদে মাথা রাখি', পদধূলি মাখি',
সফল জনম আজি, সফল মরণ

লাউনি—ঝাঁপতাল

চির-মিলন

আর কি আমাকে দিতে পারে সে মনোবেদনা ?
সখিরে, ভালবাসিতে, আসিতে, আর সেধনা।
নিশীথে মাধবীবনে, দেখা হ'ল সখা-সনে,
(অমনি) প্রাণে সে রহিয়া গেল, বিরহ আর হ'ল না।
দিও না তাহারে বাধা, 'এস' ব'লে কেন সাধা ?
(আমার) চির-মিলনের দেশে, নাহি বিরহ-যাতনা ;
আঁখি মুদি হিয়া-মাঝে, সে মধু মাধুরী রাজে,
মানসে চরণ পূজি, পরশে নাহি বাসনা।

বেহাগ—কাওয়ালী

সংকল্প

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;
আমরা. এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে; তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ব ভাই ;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

মুলতান—গড়-খেমটা

তাই ভালো

তাই ভালো, মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত ;
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্, সে সোণা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।
মিহি কাপড় প'র্‌ব না আর যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'র্‌লে কেমন সাজে
দেখ্‌তো প'র্‌লে কেমন সাজে !
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী, আজকে সুপ্রভাত ;
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাঁত।
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত।

জংলা—কহারোয়া

আমরা

আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট ;
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ !
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা' দোকান ;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান ;
আমরা, মোটা খাব, ভাই রে প'র্‌ব মোটা,
মা'খ্‌ব না ল্যাভেণ্ডার চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দু'য়ে,
আমরা, হ'ব কি উপোসী ঘরে শুয়ে ?
হারাস্‌নে ভাই রে আর এমন সুদিন :
মায়ের পায়ের কাছে এসে যোটো।
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙ্গে,
কিন্‌বো না ঠুনকো কাঁচ, যায় যে ভেঙ্গে ;
থাক্‌লে, গরীব হ'য়ে, ভাই রে, গরীব চালে,
তাতে হবে নাকো মান খাটো।

মিশ্র বারোয়াঁ—কাওয়ালী

বেলা যায়

আর কি ভাবিস্ মাঝি ব'
এই বাতাসে পা'ল তুলে দিয়ে,
হা'ল ধ'রে থাক্ ক'সে।
এই হাওয়া প'ড়ে গেলে, স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে,
কূল পাবিনে, ভেসে যাবি,
মর্‌বি যে মনের আপ্‌শোসে।
মিছে বকিস্ আনাড়ি, এই বেলা ধর্‌রে পাড়ি,
"পাঁচপীর বদর" ব'লে, পূরো মনের খোসে;
এমন বাতাস আর ব'বে না, পারে যাওয়া আর
হবে না,
মরণ-সিন্ধু মাঝে গিয়ে,
পড়্‌বি রে নিজ কর্ম্ম দোষে।

বাউলের সুর—খেম্‌টা

বাণী

[প্রলাপে]

তিনকড়ি শর্ম্মা

(আমি) যাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা ;
যাহা লিখি,—মহাকাব্য ;
(আর) সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-অনুপ্রাণিত-
দর্শন,—যাহা ভাব্‌ব ।
(দেখ) আমি যেটা বলি মন্দ,
সেটা অতি বদ্‌, নাহি সন্দ,
(আর) আমি যা'র সনে বলিনে বাক্য,
সে নয় কারো আলাপ্য ;
(দেখ) আমি যেটা বলি সোজা,
সেটা জলবৎ যায় বোঝা,

(আর) আমি যেটা বলি 'উঁহু না', তার
'মানে করা কি সম্ভাব্য ?
(আমি) যা খাই সেইটে খাদ্য ;
আর যা বাজাই সেটা বাদ্য ;
(আর) আমি যদি বলি 'এইটে উহ্য',
সেইখানে সেটা যাপ্য।
(আমি) চেঁচিয়ে যা' বলি, গান তাই,
তাতে পূরো অথারিটি বান্দাই ;
(আর) ক'স্তে হয় না ওজন সেটাকে,
নিজহাতে যেটা মাপ্‌ব।
(এই) মাথাটা কি প্রকাণ্ড,
(এই) অসীম জ্ঞানের ভাণ্ড !
(দেখ) আমি যা'রে যাহা খুসী হ'য়ে দেই,
তাই তার নিট্ প্রাপ্য।
(আমি) করি যার হিত ইচ্ছে,
তারে পৃথিবীশুদ্ধ দিচ্ছে,
(দেখো) কক্ষণো তার বংশ রবে না,
ঘরে ব'সে যারে শাপ্‌ব।

(আমি) যেটা ব'লে যাব মিথ্যে,
(তুমি) যতই ফলাও বিছে,
(দেখো) কক্ষণো সেটা সত্যি হবে না,
তর্কই হবে লভ্য।
(এই) দু'খানি রাতুল শ্রীচরণ,
দিয়ে, যেখানে করিব বিচরণ,
(ছাখো) সেটা যদি তুমি তোমার বলিবে,
ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপ্‌ব !
(ছাখো) আমি তিনকড়ি শর্ম্মা,
(এই) ধরাধামে ক্ষণজন্মা
(দেখো) তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী,
আমি যা'র জলে নাব্‌ব।
(দীন) কান্ত বলিছে ভাই রে,
(অতি) তোফা ! বলিহারি যাই রে,
(আমি) তোমার নামটা "হাম্‌বড়া" প্রেসে,
সোণার আঁখরে ছাপ্‌ব।

ভৈরবী—খড় খেম্‌টা

জেনে রাখ

মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পূরো পাঁচ হাত লম্বা
সাধু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে, দেখায় রম্ভা !
ধার্ম্মিক বটে সেই, যে দিন রাত ফোঁটা তিলক কাটে ;
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন্‌ নাহি ছাঁটে।
সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদটা আস্‌টা টানে ;
নিষ্ঠাবান্‌ যে কুক্কুটমাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
রসিক সেই, যার ষাট্‌বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ,
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ :
সেই কপা'লে বিয়ে ক'রে যে পায় বিশ হাজার পণ ;
নারী মধ্যে সেই সুখী, যার কত্তে হয় না রন্ধন।
সেই নিরীহ, রামের কথা শ্যামের কাছে দেয় ব'লে ;
সেই বাবু, যে বোঁচা হাত জামায় ফুঁ দিয়ে চলে !
ভদ্র সেই, যার ফরসা ধুতি ফুট্‌ফুটে যার জামা ;
দেশহিতৈষী সেই, যাঁর পায়ে, "ডসনের" বিনামা।
মদ খেয়ে, যা' ভুলে থাক্‌তে হয় সেই আদত বিচ্ছেদ ;
কালো ফিতে ধারণ আছে যার, তারেই বলি খেদ।

বাণী

ব্রেহ্ম হ'য়ে ড্রেনে প'ড়ে রয়, সে অতি সম্ভ্রান্ত ;
সাদা কালোয় ভেদ না রাখে, সে হাকিম কি ভ্রান্ত ।
'এষ অর্ঘ্যং' যে বলে, সেই দশকর্ম্মান্বিত ;
সেই বেদজ্ঞ, ফলারের নামে যে ভারি আনন্দিত ।
'রাজ-লক্ষণ আছে আমার", যে কয়, সে জ্যোতিষী ;
লম্বা-দাড়ী, গেরুয়াধারী, সেই তো আদত ঋষি ;
'সর্ট-সাইটেড্' চস্‌মা নিলেই, বুঝবে ছোক্‌রা ভাল ;
বাপকে যে কয় 'ঈডিয়ট্' তার গুণে বংশ আলো !
সেই গুরু, যিনি বৎসরান্তে আসেন বার্ষিক নিতে ;
বদান্য যে একদম লাখ্ দেয়—উপাধি কিনিতে ।
আসল তন্ত্রী সেই, যে সদাই আওড়ায় মুখে 'ক্রম্‌ফট্' ;
সেই আদত বীর, সাহেব দেখ্‌লেই যে দেয় সোজা চম্পট
সে কালের সব নিরেট বোকা এ সত্য কি জান্‌ত—
যে লেখক বল্লেই বুঝ্‌তে হবে, এই ধুরন্ধর 'কান্ত' ?

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

জাতীয় উন্নতি

হয় নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না,

ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে !

যেহেতু, যে গুলি রুচিত না আগে,

এখন সে গুলো রুচ্‌ছে।

কেননা, আমাদের বেড়ে মাথা সাফ্,

'গ্যানো' খুলে পড়্‌ছি 'বিদ্যুৎ' 'আলো' 'তাপ',

মাপ্‌ছি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ

(আর) মনের অন্ধকার ঘুচ্‌ছে।

যেহেতু, বুঝেছি বিস্কুট কেমন মধুর,

কুক্কুট-অস্থি কেমন স্বাদু ;

(আর) ক্রমে মদিরায় যার মতি যায়,

কেমনে সে হয় সাধু ;

(আর) যেহেতু আমাদের মনে মুখে দুই,

(যাকে) বল্‌তে হবে 'আপনি' তাকে বলি 'তুই',

চাকুরি দেবে বল্লে চরণ তলে শুই,

আর ঘৃণা করি গরিব তুচ্ছে।

যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি,
সদা জামা রাখি শরীরে ;
(আর) 'শ্যাণ্ট্‌পো' বলি 'শান্তিপুর'কে
'হ্যারি' ব'লে ডাকি 'হরি'রে ;
যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত,
কীট-দষ্ট বাতুলতা বেদ-বেদান্ত,
(মোদের) অস্থিমজ্জাগত সাহেবী, দৃষ্টান্ত
দেখনা অমুক বাঁড়ুয্যে ।

(কারণ) ধর্ম্ম-হীনতাটা ধর্ম্ম আমাদের,
কোনও ধর্ম্মে নাই আস্থা,
কি হবে ও ছাই ভস্ম গুলো ভেবে ?
মস্তিষ্কটা নয় সস্তা ;
অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ ধ'রে,
বাইরের আঁখি দুটো ফুটোচ্ছি বেশ ক'রে ;
মনশ্চক্ষু অন্ধ, তার খবর কে করে ?
সে বেচারী আঁধারে ঘুরছে ।

(আর) যেহেতু আমরা নেশা করি,
কিন্তু প্রাইভেট্ ক্যারেক্টার দে'খনা ;
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো,
আর কিছু মনে রেখো না ;
বাপকে করি ঘৃণা, মাকে দেই না অন্ন,
বাইরের আবরণটা রাখি পরিচ্ছন্ন,
কোট পেন্টালুনে ঢাকি কৃষ্ণ-বর্ণ
যেন দাঁড়কাক ময়ূর-পুচ্ছে।

(আর) যেহেতু আমরা পত্নী-আজ্ঞাকারী,
প্রাণপণে যোগাই গহনা ;
আর বাপ্‌রে ! তাঁর রুষ্ট আঁখি-তাপে,
শুকায় প্রেম-নদীর মোহনা।
(সে যে) মাকে বলে 'বেটী', হেসে দেই উড়িয়ে
(তার) পিতৃবংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে,
(মোদের) চিনিয়ে দিতে হয় 'এ মাসী, খুড়ী এ',
ভুলে প্রণাম করি না পূজ্যে।

(কারণ) খবরের কাগজ, সাইন বোর্ড, আর
বিজ্ঞাপনের বেজায় ছড়াছড়ি,
(তাতে) দেখ্‌বে যথাক্রমে 'পঞ্চানন্দ', আর
'তিনকড়ি কবিরেজ', 'প্রেম বড়ি' ;
আর যেহেতু আমাদের সাহস অতুল,
সাহেব দেখ্‌লে, হয় পিতৃ-নামটা ভুল,
(দেশটা) সংক্রান্তি-পুরুষের হাত, পা, মাথা ছেড়ে,
ধ'রেছিল বুঝি, " " !

বসন্ত বাহার—জলদ একতালা

হজ্‌মী গুলি

আঃ যা কর, বাবা, আস্তে, ধীরে—
ঘা কর কেন খুঁচিয়ে?
পাতলা একটা যবনিকা আছে,
কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে?

ফেলোনা পৈতে, কেটোনা টিকিটে,
সর্ব্ব-বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ,
নেহাৎ পক্ষে টাকাটা সিকিটে
মেলেও ত ন্যাকা বুঝিয়ে।

কালিয়া কাবাব্ চপ্ কাট্‌লেট্,
টিকি ঝাড়, আর খাও ভরপেট,
পৈতেটা কাণে তুলে নিয়ে ব'স,
নামাবলীখানা কুঁচিয়ে।

বাণী

মুর্খশাস্ত্র অতি বিদ্‌ঘুটে !
অকারণ অভিশাপ কুক্কুটে !
বলা তো যায় না কিছু মুখ ফুটে,
যা' কর নয়ন বুজিয়ে ;

শঙ্খবটী বা নৃপবল্লভে,
এমন হজম কখন কি হবে.?
পাচকের সেরা পৈতেটা ছেঁড়া,
টিকি কাটা কি কুরুচি. এ

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর—গড় খেমটা

বরের দর

কন্যাদায়ে বিব্রত হ'য়েছ বিলক্ষণ ;
তাই বুঝি সংক্ষেপে কচ্ছি ফর্দ্দ সমাপন।

নগদে চাই তিনটি হাজার,
তাতেই আবার গিন্নী বেজার,
বলেন, এবার বরের বাজার কসা কি রকম !
(কিন্তু) তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে যে বিষম।
(আর) পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
হয় না কমে, বলে 'গিরিশ',
কাজেই সেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশী বলা অকারণ ;
সোণার চেন্ ঘড়ী, আইভরি ছড়ি,
ডায়মণ্ডকাটা সোণার বোতাম,
দিও এক সেট্, কতই বা দাম ?
বিলিতি বুট্, ভাল শ্লিপার্, বরের প্রয়োজন ;
ফুল্ এষ্টকিং, রেসমী রুমাল, দিও দু'ডজন।

ছাতি, বুরুস, আয়না, চিরুণ,
ফুলকাটা সার্ট, কোট, পেণ্টালুন,
দু' জোড়া শাল, সার্জ্জের চাদর, গরদ সুচিকণ ;
জম্‌কালো র‍্যাপার, আতর ল্যাভেণ্ডার,
থান পনের দিশি ধুতি, রেসমী না হয়, দিও সূতি ;
হ্যান্দ্যাখো ধরিনি 'চস্‌মা',—কেমন ভুলো মন !
ছেলে, ঠুসি পেলে খুসি, একটু খাটো-দরশন।

খাট, চৌকী, মশারি, গদি, এর মধ্যে নেই 'পারি যদি'
তাকিয়া, তোষক, বালিশাদি দস্তুর মতন ;
হবে দু' প্রস্ত, শয্যা প্রশস্ত,
(আর) টেবিল, চেয়ার, আল্‌না, ডেস্ক,
হাতীর দাঁতের হাত-বাক্স,
ষ্টীলট্রাঙ্ক খুব বড় দু'টো, যা, দেশের চলন ;
(আর) তারি সঙ্গে পূরো এক সেট্‌ রূপোরি বাসন।

গিন্নি বলেন বাউটি সুটে, রূপ লাবণ্য ওঠে ফুটে,
একশ' ভরি হ'লেই হবে একটি সেট্‌ উত্তম ;

যেন অলঙ্কার দেখে নিন্দে করে না লোকে,
দিও বারাণসী বোম্বাই,—ফর্দ্দ কিছু হ'ল লম্বাই ;
তা, তোমার মেয়ে, তোমার জামাই,
তোমার আকিঞ্চন :
আমার কি ভাই ? আজ বাদে কা'ল মুদ্‌ব দু'নয়ন

(আর) দিও যাতায়াতের খরচ,
না হয় কিছু হবে করজ,
তা,—মেয়ের বিয়ে, তোমার গরজ, তোমার প্রয়োজন
আবার আস্‌বে কুলীন-দল, তাদের চাই বিলিতি জল,
ডজন বিশেক 'হুইস্কি' রেখো,
নইলে বড় প্রমাদ, দেখো !
কি ক'র্‌ব ভাই, দেশের আজকা'ল এমনি চালচলন ;
কেবল চক্ষু-লজ্জায় বাধ' বাধ' ঠেক্‌ছে যে কেমন !

ছেলেটি মোর নব কার্ত্তিক,
ভাবটি আবার খাঁটী সাত্ত্বিক,
এই বয়সে ভারি তাত্ত্বিক, কর্ত্তাদের মতন :

যদি দিতেন একটা 'পাশ', তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
ফেল্ ছেলে, তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠ্‌ল কম্পন ?
কেবল তোমার বাজার যাচাই,—বকা'লে অকারণ
দেশের দশা হেরে 'কান্ত' করে অশ্রু-বরিষণ !

'ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ডাকে ঐ পাখী।' সুর—মতিয়ার

বেহায়া বেহাই

(বেহাই) কুটুম্বিতের স্থলে, বউ দেবোনা ব'লে,
বেশি কসাকসি ভাল নয় ;
(বিশেষ) বউমাটী দিনরেতে, কাঁদেন নাইতে খেতে,
আহা ! বালিকা, তার কত সয় !

ভবে কিনা, ভাই, তুল্লে যখন কথা,
দায়ে প'ড়ে একটু দিতে হ'চ্ছে ব্যথা,
(তোমার) ব্যাভার মনে হ'লে শরীরটে যায় জ্ব'লে,
ঝক্‌মারি ক'রেছি মনে হয় ।

এসেছিল ছেলের ছু' হাজার সম্বন্ধ,
নেহাৎ পোড়ারমুখো বিধাতার নির্ব্বন্ধ,
নেশা খেয়ে কল্লেম এই বিয়ে পছন্দ,
গুক্‌খুরি ক'রেছি অতিশয় ;
তোমার মতন জোচ্চোর, বদ্‌মায়েস, বাটপাড়,
দম্‌বাজ, এ ছুনিয়ায় দেখিনিকো আর !

এত কথাবার্ত্তা সবই ফক্কিকার,
কুলের দোষের ওটা পরিচয়।

আগে যদি জান্‌তেম এমনতর হবে,
পাওয়া থোয়ার দফায় শূন্যি প'ড়ে যাবে,
ক'র্ত্তে যাই কি এমন আহাম্মকি তবে,
ফেলে ভাল কার্য্য সমুদয় ?
আগে জান্‌লে পরে, বেড়ে দেখে শুনে,
নিতাম ফর্দ্দের মত কড়ায় গণ্ডায় গুণে,
(এখন) শঠের পাল্লায় প'ড়ে পুড়ি মনাগুনে,
কি ঘোর কলির হ'য়েছে উদয়।

(তোমার) খাটে পুডিং দে'য়া, তোষক গদি খাটো
টেবিল, চেয়ার হাল্কা, তক্তপোষটি ছোট,
কলসী ঘটী দু'টো বেজায়-রকম ফুটো,
'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড' জিনিস সমুদয় ;
বাঁধা হুঁকো ভাঙ্গা, শাল জোড়াটা রো'গো
আর্শিনা, বাক্স, ডেস্ক, সবি মড়া-খে'কো,

এখানকার সমাজে বে'র করিনে লাজে
পাছে কাণ-মলা খেতে হয়।

এ সব ত' ধরিনে হ'কৃগে যেমন তেমন,
বাছার চেন ছড়াটি হয়নি মনের মতন,
সাড়ে চৌদ্দ ভরি দিলাম ফর্দ্দে ধরি',
ওজনে এক ভরি কম্‌তি হয়;
(আর) আন্‌তেই চায়ের সেটটি পেয়ে গেছে গয়া,
ছিঁড়েছে মশারি, খাটের গেছে পায়া,
(এমন) চ'খের.পর্দ্দা-শূন্য বেহদ্দ বেহায়া,
(আর) আছে কিনা, সন্দ সে বিষয়!

গয়না দেখেই গিন্নীর অঙ্গ গেছে জ্ব'লে,
একশ' ভরির কথা স্বীকার হ'য়ে গেলে,
ষোল টাকা ভরির সোণা সবাই বলে,
পিত্তল কি সে সোণা, চেনা দায়;
সেই পিতলে আবার আধাআধি খা'দ,
ওজন ক'রে পেলাম ভরি দেড়েক বাদ,

চন্দ্রহার ছড়াটা, নয়কো ডায়মণ্ড-কাটা,
কত বল্‌ব, পুঁথি বেড়ে যায়!

হীরের আংটী কোথা ? ঝুঁটো মতি দে'য়া !
(এসব) বিলিতি জোচ্চুরি কোথায় শিখ্‌লে ভায়া ?
পয়সার মমতায়, না কল্লে মেয়ের মায়া,
(ও তার) দিবানিশি কথা শুন্‌তে হয় ;
নগদটাতেও রকম-ফেরি আছে, ভাই,
হাজারে দু'তিনটি মেকি দেখ্‌তে পাই,
বিশ্বাস ক'রে তখন বাজিয়ে নেই নি, তাই—
এম্‌নি ক'রেই আক্কেল দিতে হয়!

[কন্যার পিতার অশ্রু-মোচন]

বাপ্‌ বেটারই দেখ্‌ছি সাধা চোখের জল,
মনে কর্‌লেই ধারা বহে অবিরল,
তবু হয়নি শেষ ; মেয়েটিও বেশ,
নাইক' লাজ লজ্জা, সরম-ভয় ;
(আর) তোমার মত অষ্টাবক্র, হায়রে বিধি !
তারি কন্যা, কতই হবে রূপের নিধি !

রূপে গুণে সমা, লোকে বলে "ওমা,
এমন চাঁদেরো এমন পত্নী হয়!"
(তোমার) মায়া-কান্নায় কিছু আসে যায় না আমার,
(আমি) বেশ বুঝেছি তুমি ভদ্র-বেশী চামার,
বাইরে যত জাঁক-জমক জুতো, জামার;
কিন্তু তুমি অতি নীচাশয়;
বারণ ক'র্ত্তে চাইনে, যাও হে মেয়ে নিয়ে,
রেখে যেয়ো আমার খরচ-পত্র দিয়ে;
নইলে জেনো, চাঁদের আবার দিবো বিয়ে;
শুনে কান্ত অবাক্ হ'য়ে রয়!

মূলতান—একতালা

বৈয়াকরণ-

দম্পতীর বিরহ

(পত্র)

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি ;
যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভ-যোগ,
দ্বন্দ্ব সমাসে হইব বন্দী।
তুমি মূল ধাতু, আমি হে প্রত্যয়,
তোমাযোগে আমার সার্থকতা হয়,
কবে, 'স্বতি, স্বতঃ, স্বস্তি'র ঘুচে যাবে ভয়,
হবে বর্ত্তমানের 'তিপ্‌, তস্‌, অন্তি !'
আমি অবলা-কবিতা, তুমি অলঙ্কার,
তোমা বিনে আমার কিসের অহঙ্কার,
করিছে অনঙ্গ, ছন্দোযতিভঙ্গ,
এসে সংশোধনের করহে ফন্দি।

কীর্ত্তনের সুর—জলদ একতালা

(উত্তর)

প্রিয়ে, হ'য়ে আছি বিরহে হসন্ত ;
শুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত।
কি কব ধাতুর ভোগ, নানা উপসর্গ রোগ,
জীবনে কি লাগায়েছে বিসর্গ অনন্ত!
প্রেয়সী প্রকৃতি তুমি, প্রত্যয়ের লীলাভূমি,
তোমা বিনে কে আমারে ব্যাকরণে মান্ত ?
অধ্যয়ন উঠেছে চাঙ্গে, রেতে যখন নিদ্রা ভাঙ্গে,
লুপ্ত "অ"কারের মত ম'রে থাকি জ্যান্ত।
এ যে, সন্ধি-বিচ্ছেদের রাজ্য, কবে হব কর্ত্তৃবাচ্য,
বিরহ অসমাপিকা ক্রিয়া পাইনে অন্ত।
প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মূল সূত্র,
পেয়ে তোমার প্রেমপত্র, কচ্ছি "হা হা হন্ত!"

কালেংড়া—কাওয়ালী

কিছু হ'ল না

আমি পার হ'তে চাই, ওরা আমায় দেয়না
পারের কড়ি ;
আমি বলি লিখ্‌ব, ওরা দেয়না হাতে খড়ি ;
কিছু হ'ল না।

ওরা খায় ক্ষীরনবনী, আমি বল্‌কা দুধ,
আমি করি তেজারতি, ওরা খায় সুদ ;
কিছু হ'ল না।

আমার গাছে ফল ধরে, ওরা সবি খায় পেড়ে,
আমি একটি হাতে ক'ল্লেই, এসে নিয়ে যায় কেড়ে ;
কিছু হ'ল না।

আমি, আনি বাজার করে, ওরা খায় রেঁধে,
ওরা করে রং তামাসা, আমি মরি কেঁদে ;
কিছু হ'ল না।

আমি নৌকা বাঁধি ওরা বাহার দিয়ে চড়ে,
আমি করি কড়ার হিসাব, ওরা ধরে গড়ে ;
কিছু হ'ল না।

হরি ভ'জ্‌ব ব'লে নয়ন মুদি, ওরা সবাই হাসে,
আমি চাই নিরালা, ওরা কাছে ব'সে কাসে ;
কিছু হ'ল না।

আমি যদি প্রদীপ জ্বালি, ওরা মারে ফুঁ,
আমার যা'তে 'না, না', ওদের তা'তে 'হুঁ' ;
কিছু হ'ল না।

আমি আনি মাছ মাংস, ওরা মারে ছোঁ,
আমি বলি বুঝে দেখ, ওরা ধরে গোঁ ;
কিছু হ'ল না।

আমি করি ফুলের বাগান, ওরা তোলে ফুল,
আমি কিনি পাকা সোণা, ওরা পরে ভুল ;
কিছু হ'ল না।

আমি বলি 'সময় গেল', ওরা বলে 'আছে',
(আমি) কাপড় কিনে দিই, ওরা ন্যাংটো হ'য়ে নাচে
কিছু হ'ল না।

আমি বলি 'বাপু' 'সোণা', ওরা মারে চড়,
আমি চাই ঝিরঝিরে বাতাস, ওরা বহায় ঝড়!
কিছু হ'ল না!

আমার যাত্রার সময়, ওরা ধোবা নাপিত ডাকে,
(আমি) কাণা কড়ি দাম বলি, ওরা লক্ষ টাকা হাঁকে;
কিছু হ'ল না।

তোমরা দশঠাকুরে মিলে, আমার কর একটা সালিশ,
কোন্ হুজুরের জুরিস্‌ডিক্‌সন্, কোথায় ক'র্‌ব নালিশ;
কিছু বুঝিনে।

'কম্পেন্‌সেসন্', 'চিটিং' কিংবা, হবে স্বত্বের মামলা;
কোন্ আইনে কি বলে, ভাই, বড় বড় সাম্‌লা!
আমায় ব'লে দাও!

কত বারো বৎসর গেল, হ'ল বুঝি তমাদি,
কান্ত বলে বিচার হবে, হ'লে পরে সমাধি;
কিছু ভেব না।

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

বিদায়

আর আমি থাক্‌বো নারে, তল্‌পী তোল ;
সয় কি ভাই, দিবানিশি গণ্ডগোল ?
খেয়ে বামণের রান্না, ভাই আমার আসে কান্না,
তবু পাক-ঘরে যান না, গিন্নির আগুণ ছুঁলেই গোল
(আবার) ডালের সঙ্গে জল মেশে না,
বেগুনপোড়া, নিমপটোল।
(হায় দু'বেলা!)

প'ড়েছি কি পাপফেরে, গিন্নিটি যে আবদেরে,
'কাপড় দে, গয়না দেরে' ফরমাসেতে হই পাগল :
'পারিনে' ব'ল্লে, চ'ল্লেন বাপের বাড়ী,
ঘূরিয়ে স্বর্ণ নথ সুগোল।
(মুখের কাছে)

গৃহ-দেব্‌তার আদেশে, যদি বা দুঃখে ক্লেশে,
সোণা দেই; সর্ব্বনেশে কর্ম্মকারের বানান্‌ ভোল ;
মজুরি ষোল আনাই ; বাজার যাচাই
ক'রে দেখি সব পিতল !

ধৈর্য্য আর ক'দিন টেকে ? সাদা রং বজায় রেখে,
গোয়ালা মনের সুখে, জল ঢেলে দুধ করে ঘোল ;
করে নিত্য গুরুদেবের কিরে,
(আবার) আদায় করে সুদ আসল !
(হিসেব ক'রে ।)

কাপুড়ে সাম্লে দফা, দামের নাই আপ্সোস রফা,
টাকায় টাকা মুনাফা, মুখে বলেন "হরি বোল্" ;
(আবার) সাঁচ্চা ঝুঁটা যায় না বোঝা,
হায়রে কি বজ্‌নিশ নকল।
(কার সাধ্য চিনে ?)

ধোবা তিরিশ খান দরে, কাপড় দেয় দুমাস পরে,
ভদ্রতা কেমন ক'রে রাখ্‌ব, ভাবি তাই কেবল ;
(আবার) নাপ্তে নবীন, বর্ষে দু'দিন,
দেখা দিয়ে করেন প্রাণ শীতল

কি সখ্য ঝি-চাকরে, ডা'নে বাঁয়ে চুরি করে,
তাই আবার ব'ল্লে পরে, বাজায় অপযশের ঢোল ;
(আবার) চৌকিদারী কি ঝক্‌মারি,
না দিলে কয় 'ঘটী তোল্!'
(নবাবের বেটা ।

ছেলেদের জ্যাঠামিটে, দেখ্‌লে দেই কড়া মিঠে,
প'ড়েছে কড়া পিটে, তথাপি বেজায় বিটোল ;
(আবার) পিঁউলি পবা, পান্‌না বাবা,
ওরা খাবেন রুই-কাতোল।
(মর বাঁচ।)
সবাই নিজেরটি বোঝে, যা' পায় তাই ট্যাঁকে গোঁজে,
শুধু পরের খরচে পরের মাথায় ঢালে ঘোল ;
কান্ত বলে সবাই মিলে, একবার কৃষ্ণানন্দে হরি বোল
(দু'বাহু তুলে।)

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা